দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মূল্যবোধহীনতাই আত্মহত্যার কারণ সামাজিকতার বিকাশই প্রতিকার

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে ওয়ায় অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে ড়েছেন। প্রেমে ব্যর্থতা বা মানসিক বিষণ্নতাই শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ন কারণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছিলো এতোদিন। এজন্য প্রয়োজনীয় উন্সিলিংয়ের ব্যবস্থাও য়েছিল কর্তৃপক্ষ। ছুটা সুফলও পাওয়া য়েছিল এই উন্সিলিংয়ে। কিন্তু প্রতি রোকেয়া হলের ত্রী ছন্দা রানী সরকার াত্মহত্যা করার পর কলকে নতুন করে বতে হচ্ছে। বিশেষ রে তার মৃত্যু রিবারিক সমস্যা রণে হয়েছে বলে থমিকভাবে তথ্য পাওয়ায় নতুন ভাবনা জোরদার হয়েছে। নাবিজ্ঞানীরা বলছেন, আত্মহত্যার জন্য বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বন সম্পর্কে মূল্যবোধহীনতা ও চিরন্তন বাঙ্গালী সমাজের সামাজিকতা কাশ লাভ না করাই দায়ী।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, আর্থ-সামাজিকভাবে অবিকশিত একটি াজে তথ্য প্রযুক্তি ও উন্নত বিশ্বের সংস্কৃতি অপরিকল্পিতভাবে প্রাধান্য লাভ করায় বর্তমান বাংলাদেশী তরুণ প্রজন্ম টানাপোড়েনে ভুগছে। তারা জীবন সম্পর্কে বিদ্যমান পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামাজিকতা থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। বিষণ্নতা, একাকীত্ব ও অসহায়ত্ববোধ ও অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মনোজগতে। যা জীবন সম্পর্কে তাদের বীতশ্রদ্ধ করে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তরুণ প্রজন্মকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে জীবনযাপনে আত্মনির্ভরতা অর্জনে দক্ষ করে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের শিক্ষক কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, ' এজন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নত দেশগুলোর মতো 'লাইফ স্কিল ট্রেনিং' দিতে হবে'। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় টিএসসি'র কাউন্সিলিং ব্যবস্থাকে হল পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অফিস জানায়, গত ৫ বছরে ১০ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। এর মধ্যে গত দুই বছরে শুধু রোকেয়া হলে চারজন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে। সর্বশেষ (২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে আত্মহত্যার প্রবণতা

শিক্ষাঙ্গনে 'লাইফ স্কিল ট্রেনিং' দিতে হবে। একই সঙ্গে দরকার কাউন্সেলিং : অধ্যাপক কামরুজ্জামান মজুমদার

উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা বিষণ্নতার উচ্চপর্যায়ে চলে গেলে আত্মহত্যা করে : ড. আফরোজা হোসেন

মূল্যবোধহীনতাই আত্মহত্যার

(প্রথম পৃঃ পর)

আত্মহত্যার শিকার হন এ হলের ৮০ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্রী ছন্দা রানী সরকার। তার মৃত্যুর ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, তাদের ধারণা তার করুণ পরিণতির মূলে রয়েছে পারিবারিক সমস্যা থেকে সৃষ্ট মানসিক বিষণ্নতা। মৃত্যুর দুইদিন আগে থেকেই সে গভীর একাকীত্বে ভুগতে থাকে। এ কারণে কক্ষের অন্য ছাত্রীদের সাথেও খুব একটা কথা হতো না তার। অন্য ছাত্রীরাও তার সমস্যার ব্যাপারে খুব একটা জানতো না। তার এক রুমমেট নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'স্বাভাবিকভাবেই আমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে মন খারাপ থাকে। নিজ থেকে না জানালে আমরা কেউ কারও ব্যাপারে খুব একটা খোঁজ-খবর রাখি না। দেখা হলে শুধু হাই-হ্যালো করি।' ছন্দার ব্যাপারে রুম মেটরাও কিছু জানাতে না পারায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্য তার রেখে যাওয়া ডায়েরিটিকে অবলম্বন করছেন। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম এ ব্যাপারে বলেন, 'ছন্দার মৃত্যুর পর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চলছে। এ জন্য তার রেখে যাওয়া ডায়েরিটির সূত্র ধরে তদন্ত শুরু হয়েছে। দু'একদিনের মধ্যে তার পিতার সাথেও আমরা কথা বলবো।' এদিকে আত্মহত্যার একটি সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেলেও আত্মহত্যা চেষ্টার সঠিক কোনও পরিসংখ্যান জানা যায়নি। তবে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। গত মাসে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রী পপি আত্মহত্যার চেষ্টা করলে হল কর্তৃপক্ষ ও হল নিবাসী ছাত্রীদের উদ্যোগে সে বেঁচে যায়।

বিভিন্ন হলের ও বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, পরিবার, প্রেমিক কিংবা বন্ধুদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ করে আত্মহত্যার হুমকি দেয়া একটি 'কমন কালচার'-এ পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে কেউ কেউ সত্যি সত্যি আত্মহত্যার চেষ্টা করে মারা যায়। জানা গেছে, এসব শিক্ষার্থী তাদের যাপিত

সমস্যায় সহজ পথ হিসেবে আত্মহত্যার পথকে সমাধান মনে করে। এ ব্যাপারে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আব্দুর রহিম বলেন, ' আমরা সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে গিয়ে জেনেছি বহুমুখী চিন্তার অধিকারীরা আত্মহত্যা করে না। তারা সব সময় সঙ্কট মোকাবেলা করে জীবনকে এগিয়ে নেওয়াকেই কর্তব্য মনে করে। কিন্তু একমুখী চিন্তার অধিকারীরা অল্পতেই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তারা হতাশা ও বিষণ্নতায় ভুগে। এ থেকে মুক্তির জন্য তারা আত্মহত্যাকেই উপায় হিসেবে বেছে নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. আফরোজা হোসেন বলেন, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা বিষণ্নতার উচ্চ পর্যায়ে চলে গেলে আত্মহত্যা করে। তাদের সব সময় নিজেদের বিকশিত হওয়ার মতো ভালো পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। মানসিক সমর্থনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমর্থন দিতে হবে। অবসর সময় সঙ্গ ও সম্ভব কাজে অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য অভিভাবকদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক আ কা ফিরোজ আহমেদ বলেন, 'শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মহত্যার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অধ্যাপক শাহীন ইসলামের নেতৃত্বে একটি কাউন্সেলিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু সেখানে কাউন্সিলররা শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও হলগুলোতে তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। গত বছর আমরা এই ব্যবস্থা চালু করেছি। সামনে এটি আরও বিস্তৃত করা হবে। তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে হলে অভিভাবকদের নিয়মিত সন্তানের খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে সামাজিক মূল্যবোধ শেখানোর পাশাপাশি সবার সাথে মিলে মিশে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে বন্ধুদের সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার